পরিবেশ শিক্ষা

- পরিবেশ শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীকে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের তাকে উৎসাহিত করা।
- **পরিবেশ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য:**
- **1. আন্তঃসম্পর্ক: পরিবেশ শিক্ষা হলো মানুষ, সংস্কৃতি এবং তার পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রচনা করার একটি উপায়।**
- **2. সচেতনতা: পরিবেশ শিক্ষা মানুষকে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সচেতনতা অর্জনের সাহায্য করে।**
- **3. প্রাসঙ্গিকতা: পরিবেশ শিক্ষা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবজ পরিবেশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং বোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধিতে সাহায্য করে।**
- **4. স্থিতিশীল উন্নয়ন: পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশের বিভিন্ন ভারসাম্যহীনতাকে শনাক্ত করে এবং তাদের স্থিতিশীল উন্নয়নের সাহায্য করে।**
- **5. আচরণবিধির মান্যতা: পরিবেশ শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলার অভ্যস্ত করে তোলে।**
- **6. উৎপাদনমুখী ভূমিকা: পরিবেশ শিক্ষার জীবন ও মূল্যবোধ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা, অনুভূতি, প্রকৃতি সম্মানিত উপাদান মুখী ভূমিকা নিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে।**
- **7. পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা: প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ কিভাবে ধ্বংস হয়, পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে শেখায় এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে তাকে প্রস্তুত করে।**
- **8. তত্ত্বগত জ্ঞান: পরিবেশ শিক্ষা আমাদের ব্যবহারিক এবং তত্ত্বগত উভয় প্রকার তথ্য পরিবেশন করে এই তত্ত্বগত জ্ঞান আগামী দিনের পরিবেশ বিপর্যয়ের রোধেও সহায়তা করে।**
- **9. শিক্ষাগত সহায়তা: পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশগত সমস্যার বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধান ও তার সমাধানের পদ্ধতি বা কৌশল সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে।**
- **10. দক্ষতা অর্জনে সহায়তা: পরিবেশ শিক্ষা সুস্থ জীবন যাপনে এবং বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে আমাদের সাহায্য করে।**
- **পরিবেশ শিক্ষার নীতিসমূহ:**
- **পরিবেশ শিক্ষার মূলনীতি হলো শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর চাহিদা, জীবন বিকাশের স্তর ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সম্পর্কিত ধারণা প্রদান। এখানে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি উল্লেখ করা হলো-**
- **1. পরিবেশ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা অর্জন: মানুষের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ, যেমন- প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন।**
- **2. শিক্ষার সর্বস্তরে পরিবেশ শিক্ষা: প্রাক্-বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত প্রথাগত এবং প্রথা বহিরভূত শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষার নীতিগুলিকে কার্যকরী করা ও তাদের প্রয়োগ করা প্রয়োজন।**
- **3. বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন: বর্তমানে পরিবেশ শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত-এই বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।**
- **4. সক্রিয় অংশগ্রহণ: পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধ বা সমাধানের জন্য সব শ্রেণীর মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।**
- **5. বর্তমান সমস্যার প্রতি মননিবেশ: বর্তমানে যেসব পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং সেগুলির প্রতি মনোনিবেশ করা।**
- **6. পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অথবা জাতীয় স্তরে কিংবা আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভিত্তিতে সৃষ্ট প্রধান প্রধান পরিবেশগত সমস্যা গুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাধান করার উপায় নির্ধারণ করা।**
- **7. বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পরিকল্পনা: সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের সহায়তা করা।**
- **8. পরিবেশ সম্পর্কিত জটিলতার প্রতি গুরুত্বদান: পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের জটিলতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সেই সমস্ত জটিল বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয় ও সমাধানের দক্ষতা অর্জন করে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া।**
- **9. পরিবেশগত নানা সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্যোগ: পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আঞ্চলিক স্তরে, জাতীয় স্তরে, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা।**
- **10. পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা: পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা বিষয়ের সকলকে অবহিত করা।**